হাইটেক প্রযুক্তিতে অশ্লীলতা

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

উন্নততর কারিগরি ও প্রযুক্তির সুব্যবহারের পাশাপাশি এর অপব্যবহারের কারণে দিন দিন বিশ্বজুড়ে সাইবার ক্রাইম বাড়ছে। বিশ্বায়নের এই হাওয়ায় ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশও। প্রযুক্তির এই অন্ধকার দিকটি প্রতিরোধে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে আমাদের সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন ও নিজস্ব সংস্কৃতি।

অশ্লীলতার প্রচারণায় ওয়েবসাইট

ইন্টারনেটে দেশীয় পর্নোগ্রাফি নিয়ে রয়েছে বেশ কিছু লোকাল ওয়েবসাইট। ফুটপাতে ও রাস্তার মোড়ে বিক্রি করা সস্তা নিউজপ্রিন্টের চটি বই নিয়ে এসব সাইটে রয়েছে বিশাল কালেকশন। এখন মাত্র ৩০০০ টাকায় পাওয়া যায় স্ক্যানার। তাই দিয়ে স্ক্যান করে আপলোড করা হয় এই চটি বইগুলো। তবে ওয়েবসাইটগুলো তৈরির পেছনে কে বা কারা জড়িত আছে তা জানা দুষ্কর। বিভিন্ন সাইটে ঢুকে দেখা গেছে অধিকাংশ সাইটই টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা নয়। প্রায় সব সাইটই ফ্রি ওয়েবসাইট। প্রতি বছর তাই এদের ঠিকানা বদল হয়, তবে বদল হয় না এদের কালেকশন এবং নীচ মানসিকতার। অনুসন্ধানে জানা যায়, ওয়েবের আড়ালে চলে জমজমাট অশ্লীল মুভি কেনাবেচার ব্যবসা। ভিডিও ডাউনলোড অপশনে প্রয়োজনে যে কেউ আপলোড করতে পারেন ভিডিও ফাইলের ক্ষুদ্র একটি অংশ কিংবা মুভির স্টিল ছবি। সাইট থেকে ইউজার ফ্রি তা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। বিষয়টি ফ্রি হলেও এটি কাজ করে অনেকটা বিজ্ঞাপনের মতো। মুভির বাকি অংশ খুঁজতে হয় আপনাকে নীলক্ষেত কিংবা নাহার প্লাজায় দৌড়াতে হবে, নতুবা টাকার বিনিময়ে হতে হবে ওয়েবসাইটটির ভিআইপি মেম্বার।

অশ্লীলতার আড়ালে হ্যাকিং

একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী পর্নো ওয়েবসাইটের ৯০ শতাংশই ইন্টারনেটে ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে দায়ী। একটি পর্নো ওয়েবসাইটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অজান্তেই সিস্টেমে লোড হয়ে যাবে কিছু অযাচিত সফটওয়্যার। এগুলো আপনার কম্পিউটারে রক্ষিত সমস্ত ডাটা, মেইল অ্যাড্রেস বুক এবং পাসওয়ার্ড চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেমের ক্ষতি করে থাকে। দেখা গেছে, যারা ঘন ঘন পর্নো ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করেন, তাদের সিস্টেম সবচেয়ে বেশি ক্রাশ করে থাকে।

সাইবার ক্যাফে নাকি খুপরি ব্যবসা!

সাইবার ক্যাফের ছোট্ট খুপরির মতো একটি ঘর। চারদিকে আট ইঞ্চি কাঠের পার্টিশন। উপরের দিকে খোলা। ব্যস্ত নগরজীবনে মনের মানুষটার সঙ্গে একান্ত সময় কাটাতে পাওয়া যায় না এতোটুকু স্থান। ছোট্ট খুপরিঘরে ভালোবাসার মানুষটিকে একা পেয়ে তাই আপনি রোমাঞ্চিত। খুপরির আড়ালে আরো কয়েকজন ঠিক এমনিভাবে রোমাঞ্চিত! খুপরির উপরে রাখা ওয়েবক্যাম নামক ক্যামেরার মাধ্যমে তারা গোপনে ধারণ করে একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলো। তারপর সিডি আকারে এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

বেশির ভাগ সাইবার ক্যাফেতে না থাকে কোনো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, আর না আছে তেমন ইন্টারনেট গতি। তারপরও চলছে রমরমা ব্যবসা। ঘন্টাপ্রতি ৩০ টাকা। যারা আসছেন দলে দলে তাদের মধ্যে স্কুল এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশি। ধানমন্ডি, ফার্মগেট, উত্তরায় সাইবার ক্যাফের সংখ্যা বেশি। এদের কারণে অস্তিত্ব নিয়ে টানাপোড়নের মাঝে আছেন প্রকৃত সাইবার ক্যাফে ব্যবসায়ীরা। সাইবার ক্যাফে এসোসিয়েশন কোয়াব খুপরি কালচার রোধে একটি নীতিমালা সরকারকে পেশ করেছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাতে কোনো সাড়া মেলেনি। খুপরি কালচার অবশ্য ভারত এবং পাকিস্তানেও আছে। তবে সম্প্রতি সাইবার ক্যাফে পর্নোগ্রাফিসহ অশ্লীল কার্যকলাপের অভিযোগ পাওয়ায় ভারত সরকার সাইবার ক্যাফেগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ শাস্তিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর আওতায় শুধু উত্তর প্রদেশে ৮ হাজার সাইবার ক্যাফেতে বন্ধ কেবিন বা খুপরি উচ্ছেদ শুরু করেছে সেখানকার পুলিশ প্রশাসন। সাইবার সন্ত্রাস এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার রোধে সম্প্রতি চীনা সরকার সব ইন্টারনেট ক্যাফের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। এতে বলা হয়েছে-

* কোনো ক্যাফেতে ধূমপান করা যাবে না।
* স্কুল থেকে ১২৪ ফুট দূরত্বের মধ্যে কোনো সাইবার ক্যাফে স্থাপন করা যাবে না।
* মাঝরাত পর্যন্ত কোনো ক্যাফে খোলা রাখা যাবে না ।
* জুয়া ও পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত কোনো সাইটে ঢোকা যাবে না।
* চীনের জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত এমন কোনো তথ্য আদান-প্রদান করা যাবে না।

প্রতিটি সাইবার ক্যাফে পরিচালক, ব্যবহারকারী ও ব্যবহৃত ওয়েবসাইটের দুই মাসের রেকর্ড সংরক্ষণ করবে এবং পুলিশ বা প্রশাসন চাইলে তা প্রদান করতে হবে।

এ আইন অমান্যকারীকে চীনা কর্তৃপক্ষ দোষী সাব্যস্ত করে ১৮০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।

বাংলাদেশের সাইবার ক্যাফেগুলোতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা গিয়ে পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইট ব্রাউজ, অশ্লীল চ্যাটিংসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়াচ্ছে। আবার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে

সাইবার ক্যাফেগুলোতে ডেটিং করছে, যার সুযোগ নিচ্ছে পর্নো সিডির ব্যবসায়ীরা। এজন্যই সাইবার ক্যাফেগুলোর ছোট ছোট খুপরিসদৃশ কেবিনগুলো উচ্ছেদ করা দরকার। সাপ্তাহিক ২০০০-এ খুপরি ব্যবসা ও এর ভয়াবহতা নিয়ে আগেও প্রতিবেদন করেছে, এর পরও বন্ধ হয়নি এই নোংরা ব্যবসা। এ বিষয়ে সরকারি নীতিমালার পাশপাশি জনসচেতনতাও খুব প্রয়োজন।

ডাবল মিরর থেকে সাবধান

লাইভ পর্নোগ্রাফি এখন দুনিয়াজুড়ে বেশ জনপ্রিয় এবং এটির কাটতিও বেশি। হোটেল, মার্কেট, মহিলাদের আবাসিক হোস্টেল, টয়লেট ইত্যাদি যেসব স্থানে জনসমাগম বেশি সেখানেই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে গোপন ভিডিও ক্যামেরা। আধুনিক প্রযুক্তিতে বিভিন্ন ডিভাইস ছোট্ট, তারবিহীন অথচ প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে গেছে। ফলে ক্যামেরাও এখন খুব সহজেই কোথাও লুকিয়ে রাখা সম্ভব। সম্প্রতি এফবিআই এ ক্ষেত্রে টয়লেট কিংবা প্রসাধন কক্ষে ব্যবহৃত আয়নার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। অনেকেই লাইভ সেক্স ধারণ করতে ব্যবহার করছে ডাবল মিরর। এটি এমন এক ধরনের আয়না, যার একদিকে স্বচ্ছ কাচ, অপরদিকে আয়না। আয়নার অংশে আপনি আপনার চেহারা দেখলেও উল্টোদিক থেকে দেখলে মনে হবে কাচের ওপাশে আপনি বসে আছেন। বর্তমানে উন্নত অনেক দেশেই আসামির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে এই ডাবল মিরর। তবে অপরাধীরা টয়লেট প্রসাধনকক্ষে ডাবল মিররের সুযোগ নিয়ে গোপন ক্যামেরা চালু করে দেয়। ইন্টারনেটে লাইভ সেক্স ও পর্নোগ্রাফির বিশাল ভান্ডার এভাবেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এমন কোনো অভিযোগ বা উদাহরণ পাওয়া যায়নি। তবে যেভাবে অপসংস্কৃতি আমাদের গ্রাস করছে তাতে সাবধান হতে ক্ষতি কি। কোনো আয়না প্রকৃত নাকি ডবল মিরর, জানতে হলে আয়নার ওপর আপনার আঙুল রাখুন। প্রকৃত আয়নায় আপনার আঙুল এবং আয়নার প্রতিচ্ছবিতে আঙুলের মাঝে অল্প একটু দূরত্ব থাকবে। একটু পাশ থেকে দেখলে এটি বুঝতে পারবেন। কিন্তু ডাবল মিররে প্রকৃত আঙুল এবং প্রতিচ্ছবির আঙুলের মাঝে কোনো দূরত্ব থাকবে না।

মোবাইল ক্যামেরা ফোন

বাসে বসে আছেন। পাবলিক বাস। বেজায় ভিড়। অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। জানালা খোলা। বাইরে প্রচন্ড বাতাসে আচল উড়ে যেতেই পারে। কিন্তু জানলেনও না আপনার অসতর্ক এই মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি হয়ে গেলো

tgvevBj K¨v‡givq †Zvj v Qwe

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে।

ছবি তোলাটা একসময় একটি শিল্প ছিল, ছিল আর্ট। উৎসব-আয়োজনে ডাকা হতো ফটোগ্রাফারকে। কিন্তু এখন আমরা সবাই ফটোগ্রাফার। ছবি তুলতে এখন আর বাড়তি বিদ্যা লাগে না। ডিজিটাল ক্যামেরা সব ঠিক করে নেয়, কাজ হলো শুধু একটি বাটন চাপা। মোবাইল ফোনেও যুক্ত হয়েছে এই ডিজিটাল ক্যামেরার সুবিধা। এর দামও কম। মাত্র ৬ হাজার টাকার মোবাইল ফোনেও পাওয়া যাবে এই ক্যামেরা সুবিধা। দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে, কমছে মূল্য। এগুলোর ব্যবহারবিধিও সহজ। ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটে পাঠিয়ে দেয়া যায় কোনো ঝক্কি-ঝামেলা ছাড়াই। ছবি তোলার এই সহজ প্রযুক্তির বিপত্তিও কম নয়। একে বর্তমানে অনেকেই প্রাইভেসি থ্রেট হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আজকাল অনেক দেশেই ক্যামেরা ফোনের যথেচ্ছ ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। আমেরিকায় আইন করা হচ্ছে, যেন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে ক্যামেরা ফোন নেয়া না হয়। জাপানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতে এক স্কুলছাত্র গোপনে ক্যামেরা ফোন ব্যবহার করে এক ছাত্রীর ছবি তোলার চেষ্টা করলে তাকে বহিষ্কার করা হয়। মোবাইল ক্যামেরা ফোনের এই আপত্তিকর বিষয়টি নিয়ে ভাবিত সবাই।

ইদানীং ক্যামেরা ফোনের রয়েছে অপটিক্যাল জুম ল্যান্স। তাই এটি দিয়ে দূর থেকেও ছবি তোলা সম্ভব। জানতেই পারবেন না যে আপনি ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন।

বাংলাদেশে মোবাইল ক্যামেরা ফোন বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তবে এর ব্যবহার বিষয়ে এখনই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

হাইটেক পদ্ধতি : ছবি যেভাবে অশ্লীল হয়

একটি সুন্দর ছবিকেও কম্পিউটারের কারসাজিতে করা যায় অসুন্দর, অশ্লীল। অনেকটা মজা কিংবা খেয়ালের বসেই অনেকে কাজটা করে থাকেন। এডোবির ফটোশপ সফটওয়্যারটিতে যাদের কিছু হলেও দক্ষতা আছে, তারা জানেন কাজটি কিভাবে করা যায়। দেশী জনপ্রিয় কোনো মডেল বা নায়িকার মাথা কেটে বসিয়ে দেয়া হয় বিদেশী ন্যুড ছবির মডেলের সঙ্গে। বিষয়টি অনেক সময় এতো নিখুঁত হয় যে, সূক্ষ্মভাবে না দেখলে বোঝার উপায়ই থাকে না যে এটি কৃত্রিম ছবি। এমনি একটি ঘটনার শিকার হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। ২০০০ সালে বার্ষিক বনভোজনে দলবেঁধে ঘুরতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া, খেলা আর আড্ডার পাশাপাশি ছবিও তোলা হয় প্রচুর। পরে এ ছবি থেকেই মাথা কেটে বানানো হয় ন্যুড ছবি। বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে হল থেকে হলে। সিডিতেও চলে আসে ছবিগুলো। বিষয়টি নিয়ে সাময়িক হৈচৈ হলেও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় আরো দশটি ঘটনার মতো তা স্তিমিত হয়ে যায়, পার পেয়ে যায় প্রকৃত দুষ্কৃতকারীরা।

আমাদের দেশে জনপ্রিয় প্রায় প্রতিটি মডেল কিংবা নায়িকার ন্যুড ছবির বিশাল কালেকশন রয়েছে ইন্টারনেটে। আর এই সব ছবিই বানানো। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে কম্পিউটারে দক্ষতা বোঝাতে অনেকটা প্রতিযোগিতা এবং ফান হিসেবে এই ফটো এডিটিং করা হয়ে থাকে যা পরে আর খেলা থাকে না। হাত বদল হতে হতে তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, রূপ নেয় ব্যবসায়।

কম্পিউটারে ভিডিও এডিটও করা যায়। এজন্য রয়েছে বেশ কিছু জনপ্রিয় সফটওয়্যার। এখানে একটি ভিডিও ফাইলকে অনেকগুলো ফটো ফ্রেমে আনা যায়। তারপর ইচ্ছেমতো কারো চেহারা পরিবর্তন করে দেশী সিডি আকারে প্রচার করা হয়। সমাজে এভাবে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হচ্ছেন অনেকেই। চেহারা বদল করে সিডি বানিয়ে টাকা-পয়সা ছাড়াও অনেকেই অনেক রকম সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছেন।